সমকাল

তারিখ 04 MAY 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষক সংকট

সরকারি কলেজেরই এই হাল!

শিক্ষক সংকটে কলেজ চালানো কষ্টকর– এমন অভিমত জানিয়েছেন সরকারি কলেজের অধ্যক্ষরা। শনিবার তাদের নিয়ে সম্মেলন করেছেন শিক্ষামন্ত্রী। রোববার সমকালে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন থেকে ধারণা মেলে– অধ্যক্ষরা কলেজ চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন। জামালপুরের সরকারি আশেক মামুদ কলেজের অধ্যক্ষ বলেছেন, শিক্ষার্থী প্রায় ১৪ হাজার। সম্মান কোর্সে রয়েছে ১৪টি এবং মাস্টার্সে ১১টি বিষয়। শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ৬০ জন। শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত– ১ : ২৩০। প্রভাষকরা পড়াচ্ছেন সম্মান ও মাস্টার্স কোর্স। চাঁদপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ বলেছেন, শিক্ষকের পদ ৩৫, কিন্তু রয়েছেন ২৩ জন। একই চিত্র আরও অনেক কলেজে। শিক্ষামন্ত্রী এবং মন্ত্রণালয়ের পদস্থ কর্মকর্তারা অধ্যক্ষদের কথা সরাসরি শুনেছেন। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির যুগে একটি বাটন চাপলেও এসব তথ্য মিলতে পারে। বোধ করি, শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রণালয়ে এ আয়োজন রয়েছেও। কলেজগুলোর কর্মকাণ্ডে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের নামে কিছু ব্যক্তি যে দাপট-দৌরাত্ম্য চালায়, সেটাও মন্ত্রণালয়ের অজানা থাকার কথা নয়। সংবাদপত্রে নিয়মিত এ নিয়ে প্রতিবেদন থাকে। কে অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পাবেন, উন্নয়ন কাজ হলে তার ঠিকাদারি কে পাবে, কলেজের কোনো অনুষ্ঠান হলে মঞ্চে কার কার স্থান হবে– সব বিষয়ে নাক গলায় 'অছাত্র ছাত্রনেতারা'। তারা শিক্ষার উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে– এমন অভিযোগ এসেছে মুক্ত আলোচনায়। তথাকথিত ছাত্রনেতাদের পেছন থেকে উৎসাহ দেন প্রভাবশালী রাজনীতিকরা। সঙ্গত কারণেই অধ্যক্ষরা তাদের ঘাঁটাতে সাহস করেন না। তাহলে কলেজগুলোতে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম চলবে কী করে? শিক্ষামন্ত্রী ঢাকায় বদলি হতে আসার জন্য যারা তদবির করেন তাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। অন্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী থেকে শুরু করে অনেকেই অধ্যক্ষদের ঢাকায় বদলির জন্য সুপারিশ করেন, এমনকি চাপও সৃষ্টি করেন। প্রকৃতই এক হ-য-ব-র-ল চিত্র আমাদের কলেজ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে। শিক্ষামন্ত্রী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষদের কথা শুনেছেন। বেসরকারি কলেজের তুলনায় সরকারি কলেজগুলোর অবকাঠামো এবং অন্যান্য সুবিধা ঢের ভালো। সেখানেই যদি এ হাল হয় তাহলে বেসরকারি কলেজগুলোর কী দুরবস্থা, সেটা ভাবতেও কষ্ট হয়।